নির্দেশদানের দৃষ্টিভঙ্গি
(Approach to Instruction)

শিক্ষণের নির্মাণবাদ দৃষ্টিভঙ্গি
(Constructive Approach of Teaching)

শিক্ষণে নির্মাণবাদের আলোচনা করার পূর্বে নির্মাণবাদের অর্থ ও ধারণা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

নির্মাণবাদের অর্থ ও ধারণা
(Meaning and Concept of Constructivism)

শিক্ষার্থীরা নিজের বিচারবুদ্ধি ও মননের উপর ভিত্তি করে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে যেসব বিষয় জানতে পারে তাকেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে নির্মাণবাদ (Constructivism) বলে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বলতে শিক্ষার্থীর শিখনে আগ্রহ, মনোযোগ, প্রবণতা, মনোভাব, প্রেষণা ইত্যাদির পার্থক্যকে বোঝায়। এগুলি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে আলাদা। সার্থক শিক্ষণের জন্য শিক্ষককে এগুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। **প্রাচীন** শিক্ষাব্যবস্থায় **শিক্ষকের গুরুত্ব ছিল প্রধান, শিক্ষার্থীর ভূমিকা ছিল গৌণ।** কিন্তু **আধুনিক** মনোবিজ্ঞানসম্মত **শিক্ষায় শিক্ষা হল শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।** শিক্ষকের ভূমিকা হল শিক্ষার্থীদের প্রতি নজর দেওয়া ও শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা। শিক্ষার্থী যখন প্রকৃতিকে চিনতে ও জানতে শিখবে তখন সে নিজে থেকেই তার কৌতূহল নিবৃত্তি শিখতে চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক তাকে সাহায্য করবেন। **পিয়াজেঁ, ডিউই, এডমন্ড হাসেরল *(Edmund Husserl)*, ভাইগটস্কি *(Vygotsky)*, জোসেফ নোভাক** প্রমুখ নির্মাণবাদের উপর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

Shuell (1996), নির্মাণবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন—

(ক) শিক্ষার্থী শিখনীয় বিষয়কে শুধু সংরক্ষণ বা মনে রাখে না, বিষয়টির একটি মানসিক প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে এবং শেখে। এইজন্যই একে নির্মাণবাদ বলে।

(খ) তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যগুলিকে নির্বাচন করে এবং বর্তমান চাহিদার নিরিখে পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে।

(গ) এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষণীয় বিষয়কে অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক উল্লেখ করেননি এমন সব তথ্যও শিক্ষার্থী যুক্ত করে।

(ঘ) এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষণীয় বিষয়কে অর্থবহ করে তুলতে শিক্ষার্থী একাধিক প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করে, যার ফলে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

নির্মাণবাদের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—গণিতের যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ প্রক্রিয়াগুলি সঠিকভাবে শিখন হলে, কোনো সমস্যা-সমাধান করতে দিলে কী কী প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে হবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে একটি মানসিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। সঠিক প্রতিরূপ নির্মিত হলেই শিক্ষার্থী সমস্যাটি সমাধান করতে পারে। এই মানসিক প্রতিরূপ গঠন করতে গিয়ে শিক্ষার্থী অনেক সময় এমন অনেক তথ্যকে সংযুক্ত করে যেগুলি হয়তো শিক্ষকের মুখ থেকে শোনেইনি। যেমন—রসায়নের ক্ষেত্রে রাসায়নিক বন্ধন বুঝতে গিয়ে বিষয়টিকে উপলব্ধি করার জন্য সামাজিক বন্ধনের সাপেক্ষে রাসায়নিক বন্ধনকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। একই শিক্ষকের কাছে একই বিষয়ে একই সময়ে একাধিক ছাত্র পড়ে, কিন্তু সব শিক্ষার্থী হুবহু একরকমভাবে শেখে না। ফলে শিক্ষক কর্তৃক বিষয়টির উপস্থাপন সকল শিক্ষার্থীর কাছে একই রকম হয় না। প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিষয়টিকে নিজের মতো করে মানসিক প্রতিকল্প গঠন করে এবং বিষয়টিকে নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করে। এই নিজের মতো করে বিষয়ের অর্থ আয়ত্ত করা বা নিজের মতো করে বিষয়টিকে মনে রাখার চেষ্টাই হল নির্মাণবাদের মূল কথা।

নির্মাণবাদ বুঝতে হলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার—**(1) সক্রিয়তা, (2) বিষয়ের অর্থ।**

প্রথম অর্থাৎ সক্রিয়তা বলতে বোঝায় বিষয়কে বোঝার জন্য শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা। শিক্ষার্থী যদি সক্রিয় না হয় তবে শিক্ষক যেভাবেই শিক্ষা দেন না কেন শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া সফল হতে পারে না।

একই বিষয়ের উপলব্ধি বিভিন্ন শিক্ষার্থীর কাছে বিভিন্ন। এই অর্থ উপলব্ধি শিক্ষার্থীর বিষয়ের প্রতি প্রেষণা, মনোযোগ, আগ্রহ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বিষয়ে যত বেশি মনোযোগ দেবে ওই বিষয়ে তত বেশি জানতে পারবে। বিষয়ে মনোযোগ দিতে প্রয়োজন হল শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লিখিত শর্তগুলি অর্থাৎ প্রেষণা, মনোযোগ, আগ্রহ ইত্যাদি শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে এবং শিক্ষার্থীকে অর্থ উপলব্ধিতে সাহায্য করে, যা নির্মাণবাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক।

শ্রেণিশিক্ষণ আমাদের একটি প্রচলিত এবং বহুপরিচিত প্রথা। ব্যক্তিগত শিক্ষণের যত সুবিধাই থাকুক না কেন, শিক্ষা যতই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হোক না কেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শ্রেণিশিক্ষণকে পরিত্যাগ করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে অনেক শিক্ষাবিদ এই ধরনের শিক্ষণ একেবারে উঠিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। এখন বিচার করা যাক, শ্রেণিশিক্ষণ বলতে কী বোঝায়? শ্রেণি (Class) বলতে আমরা বুঝি একদল শিক্ষার্থীকে। এই শ্রেণিকরণের মূলনীতি হল, একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীরা মানসিক বয়স, সাধারণ বয়স ও শিক্ষাগত বয়সের দিক থেকে এক। অর্থাৎ একই বয়সের, একই মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সমষ্টিকে শ্রেণি বলা হয়। যদিও প্রকৃতপক্ষে এই বৈশিষ্ট্যের কিছু তারতম্য হয়, তাহলেও এটিই আমাদের গতানুগতিক ধারণা। এই শ্রেণিবদ্ধ শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই রকম শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে আমাদের এই ধরনের একটি দলবদ্ধ এককে পাঠদান করতে হয়। যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষক দলগতভাবে ওই এককটির উপর সামগ্রিকভাবে প্রভাব বিস্তার করেন, তাকে বলা হয় শ্রেণি শিক্ষণ (Class Teaching)।

শ্রেণিশিক্ষণ (Class Teaching)-এর নানা রকম সুবিধা আছে। এইসব সুবিধা থাকার জন্য, শ্রেণিশিক্ষণকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই শিক্ষণকে সম্পূর্ণভাবে অমনোবৈজ্ঞানিক বলা যায় না। নানাদিক থেকে এর সামাজিক এবং শিক্ষাগত উপযোগিতা আছে। শ্রেণিশিক্ষণ থেকে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যায়, তা হল—

1. শ্রেণিশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশের ধারাকে ত্বরান্বিত করা যায়। দলবদ্ধভাবে বাস করলে, দলের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা ধরনের

সামাজিক বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতার বিকাশ হয়। বিদ্যালয়ের শ্রেণিতে দলগতভাবে বাস করতে গিয়ে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই রকম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয়। যেমন—সহযোগিতা (Co-operation), সমবেদনা (Sympathy) ইত্যাদি। এইসব সামাজিক বৈশিষ্ট্য শুধু বিদ্যালয়ে নয়, বৃহত্তর সামাজিক জীবনেও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি শ্রেণিশিক্ষণ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করে।

2. শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতকগুলি দলগত প্রবণতা থাকে। এই প্রবণতাগুলি শিক্ষার কাজেও সহায়তা করে। এইসব প্রবণতার মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল—অনুকরণ (Imitation), অনুভাবন (Suggestion) এবং অনুবেদন (Sympathy)। এই ধরনের প্রবণতা শিক্ষণের কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এদের আধুনিক মনোবিদগণ প্রাথমিক ধরনের শিখন কৌশল (Learning technique) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই প্রাথমিক শিখন কৌশলগুলিকে কার্যকর করতে হলে সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন। শ্রেণিশিক্ষণ এই পরিবেশ রচনা করতে সহায়তা করে।
3. শ্রেণিশিক্ষণ স্বল্প সময়ে বহু শিক্ষার্থীকে একই সঙ্গে নির্দেশনা দিতে সহায়তা করে। ফলে, সময় ও শ্রমের দিক থেকে এই শিক্ষণ অনেক বেশি সুবিধাজনক।
4. শ্রেণিশিক্ষণের জন্য শিক্ষকের খুব বেশি প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে খুব বেশি অসুবিধায় পড়তে হয় না। শিক্ষক তাঁর নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী খুব সহজে শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন।
5. শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ পায়; এই দলবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তাদের শ্রেণির কাজে খুব বেশি আগ্রহ দেখা যায়।
6. শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে। ফলে, এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তাদের শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে (Learning Process) সহায়তা করে।
7. শ্রেণিশিক্ষণে উপকরণের বিশেষ বাহুল্যের প্রয়োজন হয় না। শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে অনেক সহজে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষণ উপকরণ প্রয়োজন হয় না।
8. শ্রেণিশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত নানারকম কৌশল ও ভালো গুণ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার সুযোগ পান। এই সুযোগ লাভের জন্য তাঁর মনে আত্মতৃপ্তি আসে। ফলে, তিনি তাঁর কাজে অনেক বেশি উৎসাহী হন।

শ্রেণিশিক্ষণের এই সমস্ত সুবিধা থাকলেও তার ত্রুটিগুলি সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে সচেতন থাকা প্রয়োজন। শ্রেণিশিক্ষণের এই বিশেষ ত্রুটিগুলি নিয়ে

ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল। এই ত্রুটিগুলি শিক্ষকের আদর্শ শিক্ষণের কৌশল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমত, শ্রেণিশিক্ষণের মূল তাত্ত্বিক ধারণাই ভ্রান্ত অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ শ্রেণিশিক্ষণের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়, শ্রেণির প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী একই রকম মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে তা কখনও হয় না। ফলে, শ্রেণিশিক্ষণের জন্য শিক্ষক যে কৌশল অবলম্বন করেন, তার দ্বারা শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী উপকৃত হতে পারে না। ফলে, শিক্ষণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয়ত, শ্রেণিশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্যের (Individual difference) অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। ফলে, কোনো শিক্ষার্থীই তার নিজস্ব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ পায় না। শিক্ষার ব্যক্তিত্ব বিকাশের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

তৃতীয়ত, শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষার্থীরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে; শিক্ষকই কেবলমাত্র সক্রিয় থাকেন। ফলে, এই ধরনের নিষ্ক্রিয় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কোনো উপকারে আসে না।

চতুর্থত, শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষক একই সঙ্গে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন না। তাঁর মনোযোগ শ্রেণির বিশেষ কয়েকটি ভালো শিক্ষার্থীর উপর গিয়ে পড়ে বা ভালো শিক্ষার্থীরাই তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। ফলে স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বা ধীর গতিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অবহেলিত হয় এবং তারা আরও বেশি পিছিয়ে পড়ে। অনেকক্ষেত্রে শ্রেণিশিক্ষণ তাদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ জাগ্রত করে।

পঞ্চমত, শ্রেণিশিক্ষণে যেসব শিক্ষার্থী লাজুক প্রকৃতির, তারা মোটেই উপকৃত হয় না। কারণ, শিক্ষক এইসব শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে পারেন না।

ষষ্ঠত, শ্রেণিশিক্ষণ শিক্ষকের সামনে শৃঙ্খলার (Discipline) সমস্যার সৃষ্টি করে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের চেয়ে শ্রেণির শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁকে অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তি ও সময় ব্যয় করতে হয়। ফলে, প্রকৃত শিক্ষণের কাজ ব্যাহত হয়।

সপ্তমত, শ্রেণিশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে। এই ধরনের অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাব শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশকে ব্যাহত করে।

অষ্টমত, শ্রেণিশিক্ষণের সফলতা সাধারণত শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়নের দ্বারা বিচার করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে, এই ধরনের শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অকৃতকার্যতা খুব বেশি হয়। ফলে, এই ধরনের শিক্ষণ শিক্ষককে তার কাজে নিরুৎসাহিত করে।